ছাত্রলীগের ৩ কক্ষ সিলগালা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

১৩ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ১২ অক্টোবর ২০১৯ ২৩:৩৭

দুদিনের জন্য আন্দোলন শিথিল করেছে আবরার ফাহাদ হত্যাকা-ের পর বিভিন্ন দাবি নিয়ে পথে নামা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা পরীক্ষার্থীরা যেন আন্দোলনের কারণে দুর্ভোগে না পড়ে, তা বিবেচনায় রেখে গতকাল শনিবার দুপুরে কর্মসূচি শিথিল করার ঘোষণা দেন আন্দোলনকারীরা। এ ক্ষেত্রে ১২ হাজার পরীক্ষার্থীর দুর্ভোগ এড়ানোর বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বুয়েট প্রশাসনও যেন তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নেওয়া যায় এমন পাঁচটি দাবি মেনে নেয়Ñ এমন আহ্বান জানানো হয় শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে। এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে কর্তৃপক্ষ এদিন পাঁচটি নোটিশ প্রকাশ করেছে। নোটিশগুলো গতকাল দুপুরে বুয়েটের বিভিন্ন ভবনে সেঁটে দেওয়া হয়। এর পর সিলগালা করে দেওয়া হয় সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের তিনটি রুম। হলে অবস্থানরত অবৈধদের আজ দুপুর ১২টার মধ্যে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

advertisement

গতকাল বেলা আড়াইটার দিকে বুয়েটের শহীদ মিনারের সমাবেশ থেকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জানান, বুয়েট প্রশাসন ইতোমধ্যে তাদের ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এটা আন্দোলনের প্রাথমিক বিজয়। এ কারণে ১৩ ও ১৪ অক্টোবর চলমান আন্দোলন শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারা আশা করেন, এ সময়ের মধ্যে সব দাবি মানার সিদ্ধান্ত দৃশ্যমান হবে।

আন্দোলনরতদের ৫ দফা দাবিগুলো হলোÑ

এক. ফাহাদ হত্যাকারীদের বুয়েট থেকে আজীবন বহিষ্কার করা হবে মর্মে নোটিশ দেওয়া; দুই. সাংগঠনিক রাজনীতি নিষিদ্ধের জন্য অবৈধ ছাত্রদের সিট বাতিল করা; তিন. সাংগঠনিক অফিস সিলগালা করা; চার. ফাহাদের মামলার খরচ দেওয়ার নোটিশ দেওয়া এবং পাঁচ. ভিন্নমত দমানোর নামে নির্যাতন বন্ধে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা নিশ্চিত করা এবং এ ধরনের ঘটনা প্রকাশে একটি কমন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সব হলের সিসিটিভির ফুটেজে সার্বক্ষণিক মনিটর করা।

যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে বুয়েট প্রশাসন, সেগুলো হলো-

এক. বুয়েটে সব ধরনের রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকবে; দুই. আবরার ফাহাদ হত্যাকা-ের ১৯ আসামিকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে, তদন্তসাপেক্ষে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে; তিন. মামলার সব ব্যয় বিশ্ববিদ্যালয় বহন করবে; চার. অবৈধভাবে যারা হলে থাকছে, তা খালি করা হবে। কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে র‌্যাগিংয়ের অভিযোগ এলে ডিসিপ্লিনারি কমিটি দ্রুত শাস্তি দেবে এবং পাঁচ. নির্যাতনের ঘটনাসংক্রান্ত অভিযোগ জমা দিতে একটি ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হবে।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলেন, আমাদের আন্দোলন এখনো ১০ দফা দাবি আদায়ের ব্যাপারে। ১২ হাজার ভর্তি পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের ভোগান্তির কথা ভেবেই আমরা ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য ৫টি পয়েন্টে একমত হয়েছিলাম। তবে এ ৫টি পয়েন্ট মেনে নেওয়ার মানে এই নয় যে, আমাদের আন্দোলন থেমে যাচ্ছে। আমাদের আন্দোলন আগের ১০ দফা দাবিতেই হচ্ছে এবং সেগুলো পূরণ না হওয়া পর্যন্ত চলবে।

ছাত্রলীগ সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের কক্ষসহ সিলগালা ৩টি

বুয়েট শাখা ছাত্রলীগ নেতাদের রুমগুলো সিলগালা করে দিয়েছে প্রশাসন। গতকাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। আহসানউল্লাহ হলে বুয়েট ছাত্রলীগ সভাপতি জামিউস সানির ৩২১ এবং সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেলের ৩০১২ নম্বর কক্ষ সিলগালা করে দেন ছাত্রকল্যাণ উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান। এ ছাড়া ছাত্রলীগের অফিসকক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত ১২১ নম্বর কক্ষটিও সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে।

খন্দকার জামিউস সানি জানান, ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অবৈধভাবে তিনি আহসানউল্লাহ হলের ৩২১ নম্বর কক্ষে এবং সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান রাসেল শেরেবাংলা হলের ৩০১২ নম্বর কক্ষে থেকে আসছিলেন। এ কারণে তাদের দুজনের কক্ষ সিলগালা করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সিলগালা করার সময় সানি তার কক্ষেই ছিলেন বলে জানান। বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এখনো বৈধ ছাত্র, কিন্তু অনিয়মিত। আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সকল অনিয়মিত অছাত্রদের হল থেকে উচ্ছেদ চলছে। আমরা এ বিষয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছি।

রুম সিলগালার বিষয়ে অধ্যাপক মিজানুর রহমান বলেন, ছাত্রদের দাবির প্রেক্ষিতে আমরা ঘোষিত পদক্ষেপ অনুযায়ী হলে অবৈধ ছাত্রদের রুম সিলগালা করা শুরু করেছি।